Released 16-11-1962

রক্তপলাশ

এমকেজির রোমাঞ্চ-চিত্র • কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

সংগঠনে

সুনীল বসু মল্লিক প্রযোজিত

এমকেজি প্রোডাকসন্স (প্রাঃ) লিঃ-এর নিবেদন

রক্তপলাশ

(বদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : অনিল গুপ্ত, চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা, চিত্রনাট্য : প্রণব রায়

সম্পাদনা : রবীন দাস, শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত, গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত

শিল্প-নির্দ্দেশনা : কাত্তিক বসু, আবহ-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা।

রূপায়ণে :

অনিল চ্যাটার্জ্জি, মাঃ বাসুদেব, সন্ধ্যা রায়, ছায়াদেবী, রেণুকা রায়, নিরঞ্জন রায়, উৎপল দত্ত দীপক মুখার্জ্জি, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, জীবেন বসু, জহর রায়, বিমান ব্যানার্জ্জি শিশির বটব্যাল, মণি শ্রীমানী, রবীন ব্যানার্জ্জি, ডি. জি. অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি, মিহির ভট্টাচার্য্য বীরেশ্বর সেন, অনাদি দাস, আশীষ মুখার্জ্জি, সুনীলেশ, শৈলেন মুখার্জ্জি, শঙ্কর চৌধুরী, প্রভাত চ্যাটার্জি, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি, মাষ্টার দেবেন ও ল্যাসি (কুকুর)

ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস, প্রমোদ চ্যাটার্জ্জি, সহকারী : বলাই, হাবুল, সহকারী পরিচালনা : দিলীপ দে চৌধুরী, সন্দীপ চ্যাটার্জ্জি, বিবেক বক্সী শব্দযন্ত্রে : ঋষিকেশ বন্দ্যোঃ, বহির্দৃশ্য-শব্দগ্রহণ : অবনী চট্টোঃ, সুজিত সরকার, শিল্প-নির্দ্দেশে : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, পটশিল্পে : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল, সঙ্গীতে : শৈলেশ রায়, রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জি সহকারী : সত্যেন ঘোষ, দৃশ্যপট-নির্ম্মাণে : সতীশ মুখোঃ, সুধীর অধিকারী, পরিতোষ, জগলু রামধ্বনি, আসুরফি সিং, আলোক-নিয়ন্ত্রণে : হরেন গঙ্গুলী, সুধীর সরকার, কেষ্ট মণ্ডল অবনী নস্কর, অভিমন্যু দাস, সুদর্শন দাস, দুখী অধিকারী, সন্তোষ সরকার, ননী মণ্ডল, মারু দাস

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় : শ্রীপরিমল চক্রবর্ত্তী, মোহনলাল দাঁ, দি আরমারী দি ইণ্ডিয়া ষ্টীমসীপ এণ্ড কোং, দি সিপিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ, পোর্ট কমিশনারের কর্ত্তৃপক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কিশোরী মোহন ধাড়া, জুবিলী পার্কের পল্লীবাসী, ভারতী সিনেমা উত্তর কলিকাতা ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়, সার নৃপেন্দ্রনাথ গার্লস স্কুল, স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ, তারা দাস, পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও, প্রচার-শিল্পী : পুণ্যজ্যোতি, প্রচার-অঙ্কণ : এস্-বি কনসার্ন, সত্য চক্রবর্ত্তী, জে-এল-কে, গণেশ দাস, প্রচার-পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল।

কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

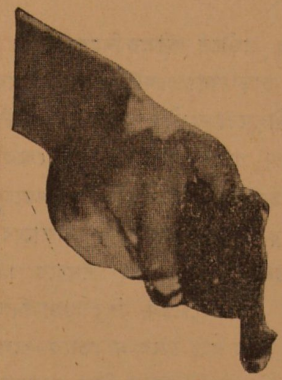

অন্ধকারে জাহাজগুলো বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। খিদিরপুরের ডক অঞ্চল। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি দীর্ঘদেহ মানুষ বেরিয়ে এল। ভয় চকিত দৃষ্টি তার চোখে। যেন তার পিছনে তাড়া করেছে নিষ্ঠুর কোন শত্রু। লোকটি এই ভাবে সতর্ক ভীরু পায়ে জনহীন রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল।

একটা ট্যাক্সি আসছে দূর থেকে। সওয়ারী জাহাজী অফিসার শঙ্কর চৌধুরী। ট্যাক্সিকে থামবার ইসারা করল দীর্ঘদেহ লোকটি॥ শঙ্কর চৌধুরীকে বলল লোকটি, আমায় একটু লিফ ট দেবেন। বড় বিপদে পড়েছি।

লোকটিকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি আবার ছুটল। শঙ্কর লোকটির দিকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখল, লোকটির বাঁ হাতময় রক্ত ও তার পাঁজরার কাছে কোর্টের একটি অংশ রক্তে ভিজে গেছে।

শঙ্কর উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, একি রক্ত। লোকটি তখন অবসন্ন ভাবে হাঁপাচ্ছে। কোন রকমে বলল, গুণ্ডা আমায় তাড়া করেছিল।

আর কিছু বলতে পারলনা, জ্ঞান হারিয়ে মোটরের সীটে লুটিয়ে পড়ল।

এই ধরণের অচেনা আহত হঠাৎ-পাওয়া সঙ্গীকে নিয়ে কী করবে শঙ্কর চৌধুরী। একে রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়া যায়না। থানা পুলিশের অনেক হাঙ্গামা। না হলে কোনো হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া যেত। অগত্যা তাকে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে এল শঙ্কর।। বাড়ীতে তার বাবা ডক্টর চৌধুরী বড় ডাক্তার।

কাহিনী

আহত লোকটিকে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই শঙ্করদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হ'ল। তরুণ বয়স্ক লোকটির নাম শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বলল, বাড়ীতে তার ছোট বোন-নীলা ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে একবার এখানে আসবার জন্যে খবর দিলে ভাল হয়। শঙ্করই ছুটল খবর দিতে। নীলাদের বাড়ীর সামনে একটি ছোট ছেলে সাইকেল সমেত শঙ্করের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে পড়ে গেল। চাপা পড়া সাইকেলের তলা থেকে ছেলেটিকে বেরিয়ে আসার সাহায্য করল শঙ্কর। ন' বছরের ছেলে, নাম ডাকু। ছেলেটি ভারী সপ্রতিভ। শঙ্করের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে ফেলল ডাকু। ডাকু জানাল তাদের বাড়ীর আর একটি ফ্ল্যাটে থাকে নীলারা। নীলাদের বাড়ীতে শঙ্কর গিয়ে পড়ল এক নতুন বিপত্তিতে। নীলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়না যে তার দাদা শঙ্করকে পাঠিয়েছে খবর দিতে। নীলা ক্রুদ্ধভাবে বলে, আপনাদের মতলব আমি বুঝতে পারবনা মনে করেছেন, শিবু গুণ্ডা নিশ্চয় আপনাকে পাঠিয়েছে।

শঙ্কর ত হতবুদ্ধি। কোথায় দাদার খবর শুনে মেয়েটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে, না ;তাকে বলে কিনা গুণ্ডার চর। শঙ্কর বলে, এই রইল আমাদের বাড়ীর ঠিকানা। আপনার ইচ্ছে হয় আপনি সেখানে গিয়ে আপনার দাদাকে দেখে আসবেন।

নীলার মনের অবিশ্বাস সত্ত্বেও শঙ্করের দেওয়া ঠিকানায় অফিস ফেরৎ গিয়ে দেখল তার দাদা সত্যই শয্যাগত। শঙ্করের প্রথম দেখার সময় তার রূঢ় আচরণের সে লজ্জিত বোধ করল। শঙ্কর ও শঙ্করের মা দুজনেই তাকে সমাদর জানিয়ে তার লজ্জা আরও বাড়িয়ে দিল। শঙ্কর নিজেই মোটর করে পৌঁছে দিতে গেল নীলাকে। নীলার ঘরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শিবু গুণ্ডা। নীলা ঘরে ঢুকতেই, শিবু গুণ্ডা তেড়ে এল, কোথায় আছে শশাঙ্ক এখনি বল, না হ'লে গলা টিপে মেরে ফেলব। শশাঙ্ক কি তার বোনের কাছে ছ' হাজার টাকা রেখে গেছে। শশাঙ্কের কয়েকটি জামা কাপড় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে শঙ্কর ওপরে এসে নীলাদের ঘরে কড়া নাড়তেই আত্মগোপন করে পালাল শিবু।

আহত শশাঙ্ক ভাল হয়ে ফিরে এল বাড়ীতে এবং এই পরিচয়ের সূত্র ধরে শঙ্কর ও নীলার মেলামেশা গাঢ় হয়ে উঠল। শঙ্কর একদিন নীলাকে জীবন-সঙ্গিনী করবার প্রস্তাব জানাল। শশাঙ্ক শিবু প্রভৃতিকে নিয়ে বুধাই ঘোষের দল। চোরাই ব্যবসা খুন-জখম কিছুতেই এরা পিছ পা নয়। 'একটি চোরাই মাল পাচার করতে গিয়ে শিবু পুলিশের নজরে পড়ে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। শঙ্কর আর শিবু এবার সে চোরাই মাল পাচার করল নীলার মারফৎ। নীলা প্রথমে এ কাজ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু নীলা রাজী না হলে, শঙ্করের বিপদ ঘটতে পারে এই ভয় দেখাতে নীলার আর উপায় রইল না। চোর গুণ্ডা বদমাইসের সহায়তাকারিণী হয়ে

শংকরকে বিবাহ করা চলেনা। শংকরকে অকপটে সব জানাল নীলা। শংকর ছুটল শশাংকের সঙ্গে এই নিয়ে বোঝাপাড়া করতে নীলা তখন বাড়ী ছিলনা। প্রথমে কথা কাটাকাটি পরে বচসা তারপর লেগে গেল মারামারি। শশাংক বের করল রিভলবার। শশাংকদের বাড়ীর দরজার চাবির গর্ত্তে চোখ লাগিয়ে তাদের এই সংঘর্ষ দেখতে ডাকুর বেশ মজাই লাগছিল। হঠাৎ শোনা গেল রিভলবারের শব্দ, আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শশাংক।

খুন—খুন করে ফেলেছে শংকর। আজ সে খুনী। মাটি থেকে রিভলবারটি কুড়িয়ে নিল শংকর। কী করবে শংকর এখন? ধরা দেবে না পালাবে? কেউ ত তাকে এ ঘরে আসতে দেখেনি। শংকর হঠাৎ লক্ষ্য করল দরজার চাবির গর্ত্তের ওপাশে যেন কার চোখ। শংকর ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল। ডাকু তখন কয়েকটা শূন্য প্যাকিং বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। ডাকুর কুকুরটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শংকরে ওপর। রিভলবারটি শংকরের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল প্যাকিং বাক্সের ধারে। শংকর তখন প্রকাণ্ড সেই কুকুরের আক্রমণে বিব্রত। এই ফাঁকে রিভলবারটি নিয়ে পালাল ডাকু। কুকুরটিকে সামলে শংকর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কেউ তাকে দেখেনি। মাত্র একটি ন'বছরের ছেলে এই ঘটনার সাক্ষী। স্কুলের ছুটির পর শংকর ডাকুকে অনেক কষ্টে ধরল। তারপর পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি খুনের একমাত্র সাক্ষীকে নিয়ে লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। শংকরের অভিসন্ধি কি সিদ্ধ হয়েছিল? সত্যই কি শংকর খুনী! নিহত শশাংকের একমাত্র বোন নীলার হৃদয়ে শংকরের প্রতি ঘৃণায় ও করুণায় এক বিচিত্র অনুভূতি কি সৃষ্টি হয় নি!

শেষ অবধি একটি খুনের একমাত্র সাক্ষী একটি ন'বছরের কিশোর এই হত্যা রহস্যের জটিলতা কী ভাবে উদ্ঘাটিত করেছিল, তারই উত্তেজনা, ও আবেগ স্পন্দিত কাহিনী—'রক্ত পলাশ

(১)

আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি
সেইতো আমার জয়,
আমার এ প্রেম সারাজীবন
তোমার কথাই কয়
ওগো সেই তো আমার জয়।
পাখার গাওয়া ফুল ফোটানোর হাসি,
ডাক দিয়েছে আলোছায়ার বাঁশী
তবু, আমার এ মন তোমায় ঘিরেই
বিভোর হয়ে রয়,
আমার এ প্রেম সারা জীবন
তোমার কথাই কয়
ওগো সেইতো আমার জয়।
সুখী আমি তোমার সুখে
দুখী আমি তোমার দুখে
তোমার হ'লাম এই গরবেই ভরা
আমার বুকে,
হৃদয়খানি দীপের মত করে
তোমার মুখে তুলেছি আজ ধরে
ওগো তোমার দু চোখ আলোয় ভরে
হবে যে তার ক্ষয়
আমার এ প্রেম সারা জীবন
তোমার কথাই কয়
ওগো সেই তো আমার জয়॥

(২)

আমরা কিশোর বাঁধন হারা
ঝরণা ধারার গানে
আমরা উধাও ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ আলোর বানে।
আয়রে আয়রে সবাই হোল সকাল
দুরাশার আগুণ এবার দু'চোখে জ্বাল
জ্বাল, জ্বাল—
ঘরের কোনে শাসন মেনে মরবো না
আর কেঁদে
বিপদ বাধা দলবো পায়ে সাহসে
বুক বেঁধে।
পথের আরাম ভুলবো ওরে চলার
নেশায় মেতে
স্বপ্ন শুধু দেখবো না আর সুখের আনন্দেতে,
দুখের দ্বারে হানবো আঘাত
হাসবো উছল প্রাণে
আমরা উধাও ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ আলোর বাণে।
এই দুনিয়া বলছে ডেকে ছোট্ট
তো নয় ছোট
সত্যিকারের কাজের মানুষ
তোমরা হয়ে ওঠো
পরকে আপন করতে হ'বে বাসতে
হবে ভালো,
দেখতে শেখো দেশ বিদেশের নতুন
জ্ঞানের আলো,
আমরা খুঁজি নতুন করে
এই জীবনের মানে
আমরা উধাও ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ আলোর বানে।

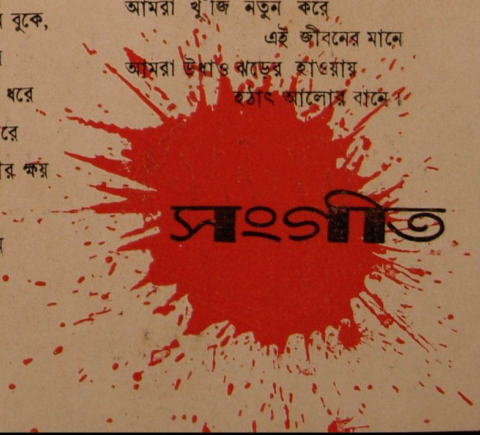

এম্‌কেজির
আগামী নিবেদন
বিরাট পটভূমিকায়
রচিত
লালকাই
তারকা-শিল্পীর অপূর্ব্ব সম্মাবেশ
কাহিনী-রমাপদ চৌধুরী
কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত